ভোরের কাগজ

246

AUG 4 1999
তারিখ
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মে '৯৯ মাসের বেতন কেন পেলাম না?

রাজশাহী বিভাগের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ মে '৯৯ মাসের বেতনের সরকারি অংশ তুলতে পারেননি। ২০ জুলাই ছিল উক্ত বেতন উত্তোলনের শেষ দিন। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বেতন বিল ব্যাংকে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু ব্যাংকে এ সংক্রান্ত কোনো খবরই আসেনি। সরকার তো মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, মহোদয়ের মাধ্যমে জুলাই মাসের প্রথম দিকেই ব্যাংকে চেক হস্তান্তর করেছেন; কিন্তু কেন আমরা বেতন পেলাম না এর জবাব কে দেবে? সরকারের আর্থিক সমস্যা থাকলে প্রয়োজনে তারিখ বর্ধিত করতে পারতো। কিন্তু এ রকম নাজেহাল করার কি মানে আছে। আর চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী জুলাই '৯৯ মাসের বেতন পাবেন অথচ আমরা মে '৯৯ মাসের বেতন পেলাম না।

এভাবে কি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন সম্ভব? বেতন না পেলে শিক্ষকরা কিভাবে সংসার চালাবেন সেদিকে লক্ষ্য না করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য যতোই চিৎকার করা হোক না কেন কোনোই লাভ হবে না। শিক্ষকদের যদি সংসারের ব্যয়ভার বহনের জন্য অন্য উৎস খুঁজতে হয় তাহলে তারা কিভাবে নিবেদিতপ্রাণ হবেন, কিভাবেইবা শিক্ষার চাকা সচল রাখবেন? দেশের সিংহভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি বিধায় শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়ন করতে হলে অবশ্যই বেসরকারি শিক্ষকদের আর্থিক বিষয়টা সরকারকে সুবিবেচনা করতে হবে। কাজেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই দেওয়ার সুব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সবিনয়ে আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ আব্দুল লতিফ
অধ্যক্ষ
ডা. জহুরুল কামাল কলেজ, পাবনা।